শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব ব্যাংক (ডব্লিউবি)-এর অর্থায়নে রোডস এন্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্ট (আরএইচডি) আওতায় বাস্তবায়নকৃত ওয়েস্টার্ন ইকোনমিক করিডর এন্ড রিজওনাল এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম (উইকেয়ার) এর ঝুঁকি মোকাবেলায় শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া (এলএমপি) তৈরি করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের এনভার্নমেন্টাল এন্ড স্যোশাল ফ্রেমওয়ার্ক বিশেষ করে এনভায়রনমেন্টাল এন্ড স্যোশালস স্ট্যান্ডার্ড ২: লেবার এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস (ইএসএসটু) এবং স্ট্যান্টার্ড ৪: কমিউনিটি হেলথ এন্ড সেফটি (ইএসএসফোর) 'র লক্ষ্যসমূহ এবং জাতীয় প্রয়োজন মোকাবেলায় এলএমপি কর্মসূচিগুলো হাতে নিয়েছে।

দলিলটিতে ১২টি ধারা আছে। এগুলো হলো:

১. প্রকল্পে শ্রম ব্যবহার তত্ত্বাবধান
২. গুরুত্বপুর্ণ সম্ভাব্য শ্রম ঝুঁকি মূল্যায়ন
৩. শ্রম আইনের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ: শর্তাবলী

৪. শ্রম আইনের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ: পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
৫. দায়িত্বশীল স্টাফ
৬. নীতি ও প্রক্রিয়া
৭. নিয়োগের বয়স
৮. শর্তাবলী
৯. ক্ষোভ প্রশমন কৌশল
১০. ঠিকাদার ব্যবস্থাপনা
১১. সমাজকর্মী
১২. প্রাথমিক সরবরাহ কর্মী

এটি কর্মীদের ধরণ চিহ্নিত করছে যারা এই কর্মসূচিতে যুক্ত হবে, তারা স্ব স্ব গ্রুপের মেয়াদকালে নিয়োগ পাবে ও জড়িত হবে। এর উল্লেখযোগ্য ধরণের মধ্যে রয়েছে সরাসরি, চুক্তি (উপ-চুক্তি, বিশেষ) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কর্মী।

এই দলিলের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিশু ও বাধ্যতামূলক শ্রম, শ্রমপ্রবাহ, লিঙ্গভিত্তিক সহিসংতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পাচার কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তা নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও পরামর্শের উল্লেখ।

এই কর্মসূচিতে সাধারণভাবে শিশু নিয়োগ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হবে। এটি প্রথমে জাতীয় আইন অনুসরণ করবে। এছাড়াও, নির্ধারিত প্রক্রিয়া এতে যথাযথভাবে অনুসরণ করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে দেখভাল এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রম প্রবাহের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহের প্রস্তাব এবং এই পদক্ষেপসমূহ নিয়মিত চর্চায় রূপান্তর করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কর্মসূচিতে নজরদারি সন্নিবেশিত করা

হয়েছে। দায়িত্বশীল দলগুলোর কর্মকান্ড রেকর্ডভুক্ত করতে সময়ে সময়ে রিপোর্ট করা হবে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও পাচারের ঘটনা ঘটলে কর্মসূচিরটির অবস্থান কি হবে এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এতে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও পাচারের ক্ষেত্রে নারী ও তাদের শিশুদের উচ্চ ঝুঁকির বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিংসহ প্রয়োজনীয় কৌশল এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এলএমপি বা শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বর্তমান আইন ও বিশ্ব ব্যাংকের ইএসএফ মানের মধ্যে অভিন্নতা এবং পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ভালো চর্চাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে নানা ইস্যু/এলাকাভিত্তিক আরো উন্নয়ন প্রস্তাবিত হয়েছে যা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে মেনে চলা হবে। উদাহরণস্বরূপ, এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সেফ ওয়ার্ক এনভার্নমেন্ট এই কর্মসূচিতে তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে।

এলএমপি বা শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ইএসএস ফোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। বিষয়গুলো প্রকল্পে জড়িতদের নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত যারা প্রকল্প কর্মকান্ড এবং নির্মাণ ও কার্যক্রম চলাকালে জনপ্রবাহের কারণে তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া রোগের অব্যাহত ঝুঁকি মোকাবেলা করছে।

এই প্রক্রিয়াকে বাস্তব রূপ দিতে এই কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ দেয়া হবে। এক্ষেত্রে এসব বিশেষজ্ঞরা ওএইচএস, শ্রম ও কাজের পরিস্থিতি, শ্রমিক অসন্তোষ, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসূচির সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত লোকজনের সচেতনতার মাত্রা বাড়াতে কাজ করবে।

মানসম্পন্ন ক্ষোভ প্রশমনর কৌশল চালু এলএমপি বা শ্রম ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে ব্যতিক্রমী এবং এই বিভাগের জন্যে মাইলফলক সৃষ্টি করেছে। এই বিভাগের জন্যে এটি একটি উদারহরণ হিসেবে গণ্য হবে যা এর সকল চলমান ও

আসন্ন কর্মসূচি কিংবা প্রকল্পে অনুসৃত হবে। এই কৌশলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ, ব্যক্তিগত ক্ষোভ, সমষ্টিগত ক্ষোভ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও কর্মক্ষেত্রে যৌনসহ অন্যান্য হয়রানি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।

ইএসএসটু ও ইএসএসফোর যথাযথভাবে মানা হচ্ছে তা নিশ্চিতে ঠিকাদার চুক্তি অংশে উচ্চ পর্যায়ের মান অনুসরণ করা হয়েছে।